গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
নারী ও শিশু শ্রম শাখা
www.mole.gov.bd

স্মারক নম্বর: ৪০.০০.০০০০.০৪৩.৩৯.০০১.২০.৪৩

তারিখ: ১৩ আষাঢ় ১৪২৯
২৭ জুন ২০২২

বিষয়: **শিশুদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ কাজের হালনাগাদকৃত তালিকা প্রেরণ।**

উর্পযুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ২০১৩ সালের ০৫ মার্চ প্রকাশিত শিশুদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ কাজের ৩৮টি তালিকা হালনাগাদ করে নতুন করে ০৫টি কাজকে অর্ন্তভূক্ত করে গত ২০ এপ্রিল ২০২২ তারিখ প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। উক্ত প্রজ্ঞাপনটি যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর এবং শ্রম অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের নির্দেশনা প্রদান করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনামোতাবেক।

২৭-৬-২০২২
মোরশেদা হাই
সহকারী সচিব
ফোন: ০১৭১৮ ১৮৫২৯৯

বিতরণ : (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)
১) মহাপরিদর্শক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর।
২) মহাপরিচালক, শ্রম অধিদপ্তর।

স্মারক নম্বর: ৪০.০০.০০০০.০৪৩.৩৯.০০১.২০.৪৩/১(২)

তারিখ: ১৩ আষাঢ় ১৪২৯
২৭ জুন ২০২২

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি:
১) উপ-সচিব, রপ্তানীমুখী শিল্প অধিশাখা, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।
২) সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

২৭-৬-২০২২
মোরশেদা হাই
সহকারী সচিব

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ "জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল হোক"

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

শুক্রবার, এপ্রিল ২৯, ২০২২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
নারী ও শিশুশ্রম শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ৭ বৈশাখ, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/২০ এপ্রিল, ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

এস, আর, ও, নং ৯১-আইন/২০২২।—বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৪২ নং আইন) এর ধারা ৩৯ এর উপ-ধারা (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্ন তফসিলে বর্ণিত কাজকে ঝুঁকিপূর্ণ ঘোষণা করিল, যথা :—

তফসিল
ঝুঁকিপূর্ণ কাজের তালিকা

ক্রমিক নম্বর	পেশার ধরন বা ক্ষেত্র	ঝুঁকিপূর্ণ কাজ	শারীরিক, মানসিক ও পারিপার্শ্বিক প্রভাব
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১।	এ্যালুমিনিয়াম ও এ্যালুমিনিয়ামজাত দ্রব্যাদি তৈরি।	(ক) এ্যালুমিনিয়াম পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ ও নূতন এ্যালুমিনিয়াম সামগ্রী তৈরি, ডাইস ও ছাঁচ ব্যবহার করা; (খ) ধারালো, ভারী ও ঘূর্ণায়মান যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা; (গ) দীর্ঘ সময় শব্দের মধ্যে কাজ করা; (ঘ) সর্বক্ষণ বদ্ধ পরিবেশে কাজ করা;	(ক) নিউমোনিয়া; (খ) কাশি; (গ) রক্ত কাশি; (ঘ) আঙ্গুলে দাঁদ (এ্যাকজিমা); (ঙ) দুর্ঘটনাজনিত দৈহিক ক্ষত; (চ) আঙ্গুলে গ্যাংগ্রিন; (ছ) পায়ের রগ ফোলা; (জ) শিরায় রক্ত জমাট বাঁধা; এবং (ঝ) শ্রবণশক্তি লোপ।

মূল্য : টাকা ১৬.০০

(১)	(২)	(৩)	(৪)
		(ঙ) গরম ও উত্তাপে কাজ করা; এবং (চ) এ্যালুমিনিয়াম গুড়ার মধ্যে কাজ করা।	
২।	অটোমোবাইল ওয়ার্কশপ এর কাজ।	(ক) সিনিয়র কারিগরদের সহযোগী হিসাবে কাজ করা; (খ) স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর বা ঝুঁকিপূর্ণ যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা; (গ) অস্বাস্থ্যকর বা বিপজ্জনক পরিবেশে কাজ করা; (ঘ) পাইপে মুখ লাগাইয়া পেট্রোল বা ডিজেল টানিয়া লওয়া; (ঙ) গ্রিজ, কেরোসিন ও মবিল ব্যবহার করা; এবং (চ) নিরাপত্তা সরঞ্জাম ছাড়া গাড়ির নিম্নে কাজ করা।	(ক) দুর্ঘটনাজনিত দৈহিক আঘাত; (খ) ঘষাজনিত চামড়ার প্রদাহ; (গ) হাতে গ্যাংগ্রিন; (ঘ) শ্বাস নালীর সংক্রমণ (ব্রংকিউলাইটিস); (ঙ) দেহে সিসা প্রবেশজনিত বিষক্রিয়া; এবং (চ) হাঁপানি (এ্যাজমা)।
৩।	ব্যাটারি রি-চার্জিং।	ক্ষতিকর অক্সাইড, কার্বন ও বিদ্যুতের সংস্পর্শে কাজ করা।	(ক) ফুসফুসে পানি জমা; (খ) কাশি, নিউমোনিয়া ও ফুসফুসে সংক্রমণ; (গ) দুর্ঘটনাজনিত আঘাত; (ঘ) হাতে গ্যাংগ্রিন ও এলার্জি; (ঙ) ঘষাজনিত চামড়ার প্রদাহ; এবং (চ) হাতে ক্ষত।
৪।	বিড়ি ও সিগারেট তৈরি।	(ক) তামাক শুকানো ও প্রক্রিয়াকরণ করা; (খ) বিড়ি বানানো ও মোড়ক তৈরি করা; (গ) অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে দীর্ঘ সময় কাজ করা; (ঘ) তামাকের গুড়া ও নিকোটিনের সরাসরি সংস্পর্শে কাজ করা; এবং (ঙ) ক্ষতিকর পদার্থের সংস্পর্শে কাজ করা।	(ক) ফুসফুসের রোগ; (খ) পাকস্থলিতে ঘা; (গ) উচ্চ রক্তচাপ; (ঘ) হৃদরোগ ও হৃদরোগজনিত শারীরিক সমস্যা; এবং (ঙ) শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধির ব্যাঘাত।

(১)	(২)	(৩)	(৪)
৫।	ইট বা পাথর ভাঙ্গা।	(ক) ইট ও পাথরের গুড়ার সংস্পর্শে কাজ করা; (খ) সরাসরি সূর্যের তাপে দীর্ঘ সময় কাজ করা; (গ) অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে কাজ করা; এবং (ঘ) ভারী যন্ত্রপাতি উঠানো-নামানো।	(ক) দুর্ঘটনাজনিত দৈহিক আঘাত; (খ) হাতে ও আঙ্গুলে ক্ষত; (গ) সর্দি কাশি ও ফুসফুসে প্রদাহ; (ঘ) শ্রবণশক্তি হ্রাস; এবং (ঙ) দৃষ্টিশক্তি হ্রাস।
৬।	ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ বা লেদ মেশিনে কাজ।	(ক) লোহা কাটা ও গলানোর কাজ করা; (খ) গলানো লোহা দিয়া কাঠামো তৈরি করা; (গ) ক্ষুদ্র যন্ত্রাংশের জন্য ছাঁচ ও ব্লক তৈরি করা; (ঘ) অতিদ্রুত গতির ঘূর্ণায়মান মেশিন ও কম্পমান যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা; এবং (ঙ) গরম ও জলন্ত ধাতব কণা ও ধুলা-বালির সংস্পর্শে কাজ করা।	(ক) দুর্ঘটনাজনিত আঘাত; (খ) বাত ও বাতজনিত কারণে পায়ের জয়েন্ট ফোলা; (গ) পায়ের শিরা ফোলা; (ঘ) শিরায় রক্তজমাট বাধা; (ঙ) চোখের প্রদাহ; (চ) চোখ হইতে পানি ঝরা; এবং (ছ) দৃষ্টিশক্তি লোপ।
৭।	কাঁচ ও কাঁচের দ্রব্য তৈরি।	(ক) ভাঙ্গা কাঁচের টুকরা পরিষ্কার ও গুড়া করা; (খ) কাঁচ গলানো ও বিভিন্ন কাঁচের দ্রব্য তৈরির জন্য গলানো কাঁচ ছাঁচে ঢালা; এবং (গ) তীব্র গরম ও উচ্চ শব্দের সংস্পর্শে কাজ করা।	(ক) দুর্ঘটনাজনিত আঘাত; (খ) অসহ্য খুসখুসে কাশি; (গ) ঘন আঠাযুক্ত কাশি; (ঘ) রক্তকাশি; (ঙ) শ্বাসকষ্ট; (চ) ক্ষুদামান্দ্য; (ছ) জ্বর; (জ) হাড়ে ব্যথা; (ঝ) মাথা ব্যথা; (ঞ) বমি ভাব; এবং (ঞ) শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধির ব্যাঘাত।

(১)	(২)	(৩)	(৪)
৮।	ম্যাচ তৈরি।	(ক) রাসায়নিক দ্রব্য (কার্বন, ফসফরাস), গ্লু ও কাঠের টুকরা লইয়া কাজ করা; (খ) বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য ও কাঠের গুড়ার সংস্পর্শে কাজ করা; এবং (গ) অস্বাভাবিক ভঙ্গিমায় স্বল্প পরিসরে দীর্ঘ সময় কাজ করা।	(ক) ঘষাজনিত চামড়ার প্রদাহ; (খ) আঙুলে ঘা; (গ) গিরায় ব্যথা; (ঘ) বাত ও বাতজনিত কারণে বিকৃতি; এবং (ঙ) শ্বাসতন্ত্রের রোগ।
৯।	প্লাস্টিক বা রাবার সামগ্রী তৈরি।	(ক) প্লাস্টিক বা রাবার গলানো; (খ) বিভিন্ন ধরনের ছাঁচের মধ্যে গলানো দ্রব্য ঢালা; (গ) রাসায়নিক দ্রব্য ও ধুলার সংস্পর্শে কাজ করা; এবং (ঘ) বিভিন্ন প্লাস্টিক ও রাবারের দ্রব্য তৈরির জন্য বিভিন্ন ধরনর ছাঁচ ব্যবহার করা।	(ক) শুষ্ক কাশি; (খ) নিউমোনিয়া; (গ) হাঁপানি (এ্যাজমা); (ঘ) দীর্ঘস্থায়ী ফুসফুসের প্রদাহ; (ঙ) যকৃতের দুরারোগ্য ব্যাধি; এবং (চ) মূত্রাশয় ক্যান্সার।
১০।	লবণ শোধন।	(ক) লবণে আয়োডিন সংমিশ্রণ করা; এবং (খ) লবণ মাপা ও মোড়কজাত করা।	(ক) রক্তশূন্যতা; (খ) শরীর ফোলা; (গ) চামড়ায় চুলকানিজনিত প্রদাহ; (ঘ) এলার্জি; (ঙ) ঘষাজনিত চামড়ায় প্রদাহ; (চ) হাতে ও পায়ে ফাঙ্গাস এবং ব্যাকটেরিয়াজনিত সংক্রমণ; (ছ) ফুলামাম্পা; এবং (জ) বমি ভাব ও বমি।
১১।	সাবান ও ডিটারজেন্ট তৈরি।	(ক) পশুর চর্বি, কার্বলিক এসিড ও গ্লিসারিনের সংমিশ্রণ তৈরি করা; এবং (খ) সাবান তৈরি ও মোড়কজাত করা।	(ক) চুলকানিজনিত চামড়ার প্রদাহ; (খ) হাতের আঙুল ও পায়ের আঙুলে ক্ষত; (গ) অসহ্য কাশি; (ঘ) নিউমোনিয়া; (ঙ) ফুসফুসের প্রদাহ বা দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহ; এবং (চ) হাঁপানি (এ্যাজমা)।

(১)	(২)	(৩)	(৪)
১২।	স্টিল ফার্নিচার, গাড়ি বা মেটাল ফার্নিচার রংকরণ।	(ক) নিরাপত্তা সরঞ্জাম ব্যতীত দীর্ঘ সময় বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্যের সংস্পর্শে কাজ করা; (খ) স্টিলের টুকরো পরিষ্কার করা স্টিল পলিশ করা ও রং লাগানো; (গ) সিসা ও বিষাক্ত রাসায়নিক দ্রব্য ও ধাতব গুড়ার সংস্পর্শে কাজ করা; এবং (ঘ) অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে কাজ করা।	(ক) দেহে সিসা প্রবেশজনিত বিষক্রিয়া; (খ) বমি ভাব ও বমি; (গ) পেটে ব্যথা; (ঘ) যকৃতের প্রদাহ; (ঙ) ঘনকাশি ও রক্তকাশি; (চ) হাঁপানি (এ্যাজমা); (ছ) ফুসফুসের প্রদাহ; (জ) হাতে ও পায়ে ক্ষত; (ঝ) সিসার কারণে ঘর্ষণজনিত চামড়ার প্রদাহ ও চামড়ার ক্যান্সার; এবং (ঞ) এলার্জি।
১৩।	চামড়াজাত দ্রব্যাদি তৈরি।	(ক) এসিড ও রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহারের মাধ্যমে চামড়া প্রক্রিয়াজাত করা; (খ) নিরাপত্তা সরঞ্জাম ব্যবহার না করিয়া ক্ষতিকারক রাসায়নিক দ্রব্যাদির সংস্পর্শে কাজ করা; এবং (গ) অস্বাস্থ্যকর ও তীব্র দুর্গন্ধের মধ্যে কাজ করা।	(ক) এ্যানথ্রাক্সজনিত কারণে হাতে ও পায়ে ঘা; (খ) জ্বর; (গ) অত্যধিক শারীরিক দুর্বলতা; (ঘ) চামড়ার প্রদাহ; (ঙ) ফাঙ্গাসজনিত প্রদাহ; (চ) আঙুলের মাঝে ঘা; (ছ) ডায়রিয়া; (জ) ক্ষুধামান্দ্য; এবং (ঝ) বমি।
১৪।	ওয়েলডিং বা গ্যাস বার্নারের কাজ।	(ক) লোহা কাটা বা বিভিন্ন আকৃতি তৈরি করা এবং গ্রিল, জানালা ও দরজা তৈরি করা; (খ) ধারালো যন্ত্রপাতি ও মেশিন ব্যবহার করা; (গ) আগুনের শিখার সংস্পর্শে কাজ করা; (ঘ) ধাতুর গুড়ার সংস্পর্শে কাজ করা; (ঙ) ক্ষতিকারক গ্যাস লইয়া কাজ করা; এবং	(ক) দৃষ্টিশক্তি লোপ; (খ) চোখে জ্বালা পোড়া; (গ) চোখ লাল হওয়া; (ঘ) চোখ চুলকানো; (ঙ) চোখের প্রদাহ; (চ) অন্ধত্ব; (ছ) চামড়ায় জ্বালা পোড়া; (জ) হাতে ও পায়ে কিলয়েড (Keloid) ক্ষত তৈরি; (ঝ) ফুসফুসে দ্রুত পানি আসা; (ঞ) নিউমোনিয়া;

(১)	(২)	(৩)	(৪)
		(চ) নিরাপত্তা সরঞ্জাম ব্যতীত ওয়েলডিং এর কাজ করা।	(ট) শ্বাস কষ্ট; (ঠ) হাতে ও পায়ে ঘা; (ড) বিদ্যুৎজনিত দগ্ধতা; (ঢ) দাহ্য পদার্থজনিত দুর্ঘটনা; (ণ) নিঃশ্বাসজনিত নিউমোনিয়া ও শ্বাস কষ্ট; এবং (ত) যান্ত্রিক আঘাত।
১৫।	কাপড়ের রং ও ব্লিচকরণ।	(ক) বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক দ্রব্য মোড়কজাত, পরিমাপ ও বিক্রি করা; এবং (খ) কোনো ধরনের নিরাপত্তা সরঞ্জাম ব্যতীত রাসায়নিক দ্রব্যের সংস্পর্শে কাজ করা ও স্পর্শ করা।	(ক) হাতে ও পায়ে ব্যথাজনিত ঘা; (খ) জ্বর; (গ) অত্যধিক শারীরিক দুর্বলতা; এবং (ঘ) চামড়ার প্রদাহ ও ফাঙ্গাস সংক্রমণ।
১৬।	জাহাজ ভাঙার কাজ।	(ক) ট্যাংকার হইতে জ্বালানি তেল সংগ্রহ করা; (খ) ব্যারেল ও কন্টেইনার হইতে জ্বালানি তেল সংগ্রহ করা; এবং (গ) স্টিলের শিট সংগ্রহ ও বহন করা।	(ক) শরীরের চামড়ায় ও চোখে ক্ষত; (খ) চোখ হইতে পানি ঝরা; (গ) পিঠে ব্যথা; এবং (ঘ) শ্রবণশক্তি লোপ।
১৭।	চামড়ার জুতা তৈরি।	(ক) বিভিন্ন ধরনের জুতা তৈরির জন্য চামড়ার টুকরো পরিষ্কার করা, বিভিন্ন আকৃতি তৈরি করা, পলিশ করা এবং কাটা ও সেলাই করা; (খ) ধারালো যন্ত্রপাতি, বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক দ্রব ও রং ব্যবহার করা; (গ) শ্বাস-প্রশ্বাসের সহিত রাবারের গুড়া গ্রহণ করা; এবং (ঘ) আবদ্ধ পরিবেশ ও স্বল্প আলো-বাতাসে দীর্ঘ সময় কাজ করা।	(ক) হাতে ও পায়ে ক্ষত; (খ) জ্বর; (গ) অত্যধিক শারীরিক দুর্বলতা; (ঘ) চামড়ার প্রদাহ ও ফাঙ্গাস সংক্রমণ। (ঙ) হাত ও পায়ের আঙুলে ঘা; (চ) ডায়রিয়া; এবং (ছ) বমি ভাব ও বমি।
১৮।	ভলকানাইজিং এর কাজ।	(ক) গাড়ির চাকা মেরামত ও সার্ভিসিং কাজে সিনিয়র কারিগরকে সহায়তা করা; (খ) ভারী চাকা বহন করা; (গ) ধারালো যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা; এবং (ঘ) গ্যাস সিলিন্ডার ব্যবহার করা।	(ক) দুর্ঘটনাজনিত আঘাত; (খ) ঘর্ষণজনিত আঘাত; (গ) শিরায় ব্যথা; (ঘ) বাত; এবং (ঙ) হারনিয়া।

(১)	(২)	(৩)	(৪)
১৯।	মেটালের কাজ।	(ক) ভারী ও ধারালো যন্ত্রপাতি এবং রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করিয়া মেটালের টুকরো কাটা ও বিভিন্ন আকৃতি তৈরি করা; (খ) রং করার জন্য বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করা; এবং (গ) রাসায়নকি দ্রব্য ও মেটালের গুড়ার সংস্পর্শে কাজ করা।	(ক) দুর্ঘনাজনিত আঘাত; (খ) মাথা ব্যথা; (গ) বমি ভাব; (ঘ) পায়ের রগ ফোলা; (ঙ) চোখে চুলকানি; (চ) চোখে পানি আসা; এবং (ছ) দৃষ্টিশক্তি লোপ।
২০।	জিআই শিট, চুনাপাথর বা চক সামগ্রী তৈরি।	(ক) অত্যধিক তাপে কাজ করা; (খ) উত্তপ্ত পদার্থ এবং জ্বলন্ত ও ভারী যন্ত্রপাতির ব্যবহার করা; (গ) উচ্চ শব্দের মধ্যে কাজ করা; (ঘ) বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক দ্রব্য ওজন ও বিক্রি করা; (ঙ) বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্যের সংস্পর্শে কাজ করা; (চ) কোনো নিরাপত্তা সরঞ্জাম ব্যতীত খালি হাতে রাসায়নিক দ্রব্য নাড়াচাড়া করা; (ছ) প্লাস্টিক মন্ড ব্যবহার করা; এবং (জ) রাসায়নিক দ্রব্যাদির সূক্ষ্ম কণার সংস্পর্শে কাজ করা।	(ক) ক্রমাগত মাথা ব্যথা; (খ) বমি; (গ) দৃষ্টিশক্তি রোপ; (ঘ) শ্রবণশক্তি লোপ; (ঙ) দুর্ঘনাজনিত আঘাত; (চ) শরীরের চামড়া পোড়া; (ছ) হাতে ও পায়ে ক্ষত; এবং (জ) শ্বাস কষ্ট।
২১।	স্পিরিট ও এলকোহল প্রক্রিয়াকরণ।	(ক) রাসায়নিক দ্রব্য লইয়া কাজ করা; (খ) অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে কাজ করা; এবং (গ) বিভিন্ন রাসায়নিক রং ব্যবহার করা।	(ক) মাথা ব্যথা; (খ) বমি; এবং (গ) শ্বাস কষ্ট।
২২।	জর্দা, তামাক ও কুইবাম তৈরি।	(ক) অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে কাজ করা; (খ) রাসায়নিক দ্রব্য লইয়া কাজ করা; (গ) ধারালো টিনের সরঞ্জাম ব্যবহার করা; এবং (ঘ) উচ্চ শব্দের মধ্যে কাজ করা।	(ক) মাথা ব্যথা; (খ) বমি; (গ) চামড়া পোড়া; (ঘ) হাতে ও পায়ে সংক্রমণ ও ঘা; এবং (ঙ) শ্বাস কষ্ট।

(১)	(২)	(৩)	(৪)
২৩।	কীটনাশক তৈরি।	(ক) অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে কাজ করা; এবং (খ) বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক দ্রব্য লইয়া কাজ করা।	(ক) মাথা ব্যথা; (খ) বমি; (গ) চামড়া পোড়া; (ঘ) হাত ও পায়ে সংক্রমণ ও ঘা; এবং (ঙ) শ্বাস কষ্ট।
২৪।	স্টিল, ধাতু ও লোহা তৈরি।	(ক) লোহার গুড়া ও লোহার কণার সংস্পর্শে আসা; (খ) উচ্চ শব্দ ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে কাজ করা; (গ) লেদ মেশিনে নাট ও বোল্ট তৈরির কাজ করা; (ঘ) ভারী ও ধারালো যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিয়া মেটাল ও স্টিল কাটা এবং বিভিন্ন আকৃতি তৈরি করা; এবং (ঙ) ধুলোবালির মধ্যে কাজ করা।	(ক) মাথা ব্যথা; (খ) বমি; এবং (গ) চামড়া পোড়া।
২৫।	আতশবাজী তৈরি।	(ক) উত্তপ্ত গ্যাস ব্যবহার করিয়া কাজ করা; (খ) কোনো নিরাপত্তা সরঞ্জাম ব্যতীত ধারালো ও উত্তপ্ত যন্ত্রপাতি লইয়া কাজ করা; এবং (গ) অত্যধিক গরমে কাজ করা।	(ক) মাথা ব্যথা; (খ) বমি; এবং (গ) শ্বাস কষ্ট।
২৬।	স্বর্ণালংকার বা কৃত্রিম অলংকার তৈরি।	(ক) রাসায়নিক দ্রব্য ও বিভিন্ন ধরনের উত্তাপক গ্যাস ব্যবহার করিয়া কাজ করা; (খ) মেটাল দ্রব্য কাটা ও বিভিন্ন আকৃতি তৈরি করা; (গ) রাসায়নিক পদার্থের সংস্পর্শে কাজ করা; (ঘ) কাঁচ, মেটাল ও প্লাস্টিক পরিষ্কার ও গুড়া করা; (ঙ) রাসায়নিক প্লাস্টিক ও কাঁচ ব্যবহার করিয়া গলানো ও যুক্ত করিবার কাজ করা; (চ) সরাসরি অগ্নিশিখা ও রাসায়নিক প্লাস্টিক ধোঁয়ার সংস্পর্শে কাজ করা; (ছ) অস্বাভাবিক দেহ ভঙ্গিতে দৃষ্টি ও হাতের সর্বোচ্চ সমন্বয়ে কাজ করা; (জ) বিপজ্জনক নাইট্রিক ও সালফিউরিক এসিডের আগুন ব্যবহার করিয়া স্বর্ণ গলানো ও আকৃতি তৈরি করা; এবং (ঝ) অপর্যাপ্ত ভেন্টিলেশনে ও স্বল্প আলোতে ছোট জায়গায় আগুন লইয়া কাজ করা।	(ক) মাথা ব্যথা; (খ) বমি; (গ) শ্বাস কষ্ট; (ঘ) দৃষ্টিশক্তি লোপ; (ঙ) চোখ চুলকানো; (চ) চোখ হইতে পানি ঝরা; (ছ) ক্ষুধামান্দ্য; (জ) ওজন হ্রাস; (ঝ) শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধিতে ব্যাঘাত; (ঞ) চোখের জ্বালাপোড়া; এবং (ট) দুর্ঘটনাজনিত আঘাত।

(১)	(২)	(৩)	(৪)
২৭।	ট্রাক, টেম্পো বা বাসে হেল্পারের কাজ।	(ক) সরাসরি রৌদ্রের মাঝে ট্রাক, টেম্পো বা বাস হেল্পার হিসাবে কাজ করা; এবং (খ) বিভিন্ন ধরনের গাড়ির ধোঁয়ার সংস্পর্শে কাজ করা।	(ক) সড়ক দুর্ঘটনা; (খ) পাকস্থলিতে ঘা; (গ) ক্ষুধামান্দ্য; (ঘ) বমি ভাব; (ঙ) ওজন হ্রাস; (চ) কোষ্ঠকাঠিন্য; (ছ) মাথা ব্যথা; (জ) শ্রবণশক্তির ক্ষতি; (ঝ) মূত্রণালীতে সংক্রমণ; এবং (ঞ) শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধির ব্যাঘাত।
২৮।	স্টেইনলেস স্টিলের দ্রব্য তৈরি।	(ক) উচ্চ শব্দের মধ্যে ও শ্বাসরোধকর পরিবেশে কাজ করা; এবং (খ) ধারালো যন্ত্রপাতি এবং অতিরিক্ত গরমে লোহার কণা ও রাসায়নিক দ্রব্যাদির সংস্পর্শে কাজ করা।	(ক) দুর্ঘটনাজনিত আঘাত; (খ) খুসখুসে কাশি; (গ) ফুসফুসে প্রদাহ; (ঘ) হাঁপানি; (ঙ) শ্রবণশক্তির ক্ষতি; (চ) ঘর্ষণজনিত চামড়ার প্রদাহ; এবং (ছ) হাত ও পায়ে ক্ষত।
২৯।	ববিন ফ্যাক্টরিতে কাজ।	(ক) কাঠ কাটা, বিভিন্ন আকৃতি তৈরি করা, পলিশ ও রং করা; (খ) কাঠের গুড়া ও ধুলোবালির সংস্পর্শে কাজ করা; (গ) খালি হাতে স্পিরিট ও অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করা; (ঘ) কাঠের বিভিন্ন দ্রব্য ও আসবাবপত্র বার্নিস করা; (ঙ) ধারালো যন্ত্রপাতি লইয়া কাজ করা; এবং (চ) গাছের বৃহৎ কাণ্ড বা খণ্ড বহন করা।	(ক) দুর্ঘনাজনিত আঘাত; (খ) আঘাতজনিত সংক্রমণ; (গ) ঠাণ্ডাকাশি; (ঘ) ফুসফুসে প্রদাহ; (ঙ) এ্যাজমা; এবং (চ) নাকে ক্যান্সার।
৩০।	তাঁতের কাজ।	(ক) তাঁত বোনা ও রং ব্যবহার করা; (খ) চোখের তীক্ষ্ণ ব্যবহার করিয়া কাজ করা; (গ) দীর্ঘ সময় ধরিয়া অপর্যাপ্ত ভেন্টিলেশনে ও অল্প আলোতে কাজ করা; এবং (ঘ) তাঁতের ফ্রেম ব্যবহার করা।	(ক) চোখে ব্যথা; (খ) চোখ হইতে পানি ঝরা; (গ) দৃষ্টিশক্তির ব্যাঘাত; (ঘ) মাথা ব্যথা; (ঙ) মাথা ঘোরা; (চ) বাত; (ছ) শ্বাস কষ্ট; এবং (জ) স্নায়বিক সমস্যা।

(১)	(২)	(৩)	(৪)
৩১।	ইলেকট্রিক মেশিনের কাজ।	(ক) ইলেকট্রিশিয়ানকে সকল ধরনের বৈদ্যুতিক কাজে সহায়তা করা; (খ) ভারী ও ধারালো যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা; (গ) যথাযথ নিরাপত্তা সরঞ্জাম ব্যতীত কাজ করা; এবং (ঘ) বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হইবার ঝুঁকিতে কাজ করা।	(ক) বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনা; (খ) বিদ্যুৎ স্পৃষ্টতা; (গ) এ্যাজবেসটোসিস (Asbestosis); এবং (ঘ) ফুসফুসে দীর্ঘমেয়াদি প্রদাহ।
৩২।	বিস্কুট বা বেকারি কারখানায় কাজ।	(ক) আটা, বেকিং পাউডার ও চিনি মিশ্রণ করা; (খ) আগুনের চুলায় কাজ করা; (গ) চুলায় বেকিং ট্রে প্রবেশ এবং বাহির করা; এবং (ঘ) দিন বা রাত উভয় সিফটে দীর্ঘ সময় কাজ করা।	(ক) মাথা ব্যথা; (খ) বমি; (গ) দৃষ্টিশক্তি সমস্যা; (ঘ) ক্ষুধামান্দ্য; (ঙ) পাকস্থলিতে ঘা; (চ) কোষ্ঠকাঠিন্য; (ছ) পাকস্থলিতে প্রদাহ; এবং (জ) যকৃতে প্রদাহ।
৩৩।	সিরামিক কারখানায় কাজ।	(ক) প্রচণ্ড তাপের মাঝে কাজ করা; এবং (খ) রাসায়নিক সিলিকা জাতীয় দ্রব্য ব্যবহার করা।	(ক) সিলিকসিস; (খ) ফুসফুসে ক্যান্সার; এবং (গ) কণ্ঠনালীতে ক্যান্সার।
৩৪।	নির্মাণ কাজ।	(ক) পাথর ভাঙ্গা ও ইট-ভাটায় কাজ করা; (খ) রাজমিস্ত্রীকে সহযোগিতা করা; (গ) ভারী জিনিস বহন করা; (ঘ) নিরাপত্তা সরঞ্জাম ব্যতীত কাজ করা; এবং (ঙ) সরাসরি রৌদ্রে কাজ করা।	(ক) দুর্ঘটনাজনিত আঘাত; (খ) ঘর্ষণজনিত আঘাত; (গ) ধনুষ্টংকার (টিটেনাস); (ঘ) বাত; (ঙ) হারনিয়া; (চ) শ্বাস কষ্ট; (ছ) যক্ষা; (জ) ঘর্ষণজনিত চামড়ার রোগ; এবং (ঝ) হাত ও পায়ে ঘা।
৩৫।	কেমিক্যাল ফ্যাক্টরিতে কাজ।	(ক) রাসায়নিক দ্রব্য লইয়া কাজ করা; (খ) রাসায়নিক দ্রব্যের সংস্পর্শে আসা; (গ) শারীরিক বিভিন্ন ভঙ্গিমায় দীর্ঘ সময় তীব্র শব্দের মধ্যে কাজ করা; এবং (ঘ) ভারী বোঝা বহন করা।	(ক) চামড়ার প্রদাহ; (খ) হাতে ও পায়ে ঘা; (গ) গিরায় ব্যথা; (ঘ) বাত; (ঙ) বিকলাঙ্গ; এবং (চ) শ্বাসতন্ত্রে রোগ।

(১)	(২)	(৩)	(৪)
৩৬।	কসাই এর কাজ।	(ক) রক্তের মাঝে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে কাজ করা; (খ) ধারালো যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা; এবং (গ) নিয়মিত গরু বা ছাগল কাটা।	(ক) চামড়ার রোগ (যেমন- খোস পাচড়া); (খ) দাঁদ (এ্যাকজিমা); (গ) হাঁতে ও পায়ে ঘা; এবং (ঘ) হৃদরোগ।
৩৭।	কামারের কাজ।	(ক) ধারালো যন্ত্রপাতি ও হাতুড়ির সাহায্যে লোহা পরিষ্কার করা, গলানো ও বিভিন্ন আকৃতি প্রদান; এবং (খ) তীব্র শব্দ, তাপ, অগ্নি স্ফুলিঙ্গ ও ধোঁয়ার সংস্পর্শে কাজ করা।	(ক) শ্রবণশক্তি লোপ; (খ) হাত, হাটু ও কনুইয়ের বিকৃতি; (গ) গিরায় ব্যথা; (ঘ) বাত; (ঙ) ফাঙ্গাসজনিত প্রদাহ; (চ) ঘর্ষণজনিত চামড়ার প্রদাহ; (ছ) টেনোছেনোভাইটাস (Tenosynovitis); (জ) বারসাইটেস (Bursitis); এবং (ঝ) দুর্ঘটনাজনিত আঘাত।
৩৮।	বন্দরে এবং জাহাজে মালামাল হ্যান্ডলিংয়ের কাজ।	ভারী মালামাল উঠানো-নামানো এবং বহন করা।	(ক) দুর্ঘটনাজনিত আঘাত; (খ) গিরায় ব্যথা ও ফোলা; (গ) দৈহিক আঘাত; এবং (ঘ) বিস্ফোরণজনিত দুর্ঘটনা।
৩৯।	শুটকি উৎপাদনের কাজ।	(ক) দীর্ঘ সময় কাজ করা; (খ) সরাসরি সূর্যের তাপে দীর্ঘসময় কাজ করা; (গ) রাসায়নিক দ্রব্য লইয়া কাজ করা; (ঘ) ধারালো যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা; (চ) নিরাপত্তা সরঞ্জাম ব্যতীত কাজ করা; এবং (চ) অস্বাস্থ্যকর বা বিপজ্জনক পরিবেশে কাজ করা।	(ক) ক্যান্সার; (খ) জ্বর, সর্দি ও কাশি; (গ) বিভিন্ন রকমের চর্মরোগ; (ঘ) ডায়রিয়া; এবং (ঙ) যক্ষা।

(১)	(২)	(৩)	(৪)
৪০।	অনানুষ্ঠানিক পথভিত্তিক কাজ।	(ক) দীর্ঘ সময় কাজ করা; (খ) সরাসরি সূর্যের তাপে দীর্ঘ সময় কাজ করা; (গ) অস্বাস্থ্যকর বা বিপজ্জনক পরিবেশে কাজ করা; এবং (ঘ) ধুলোবালির সংস্পর্শে কাজ করা।	(ক) দুর্ঘটনাজনিত আঘাত; (খ) দৈহিক আঘাত; (গ) জ্বর, সর্দি ও কাশি; (ঘ) বিভিন্ন রকমের চর্মরোগ; (ঙ) ডায়রিয়া; (চ) যক্ষা; (ছ) এলার্জিজনিত সমস্যা; এবং (জ) এইডস এবং অন্যান্য সংক্রামক রোগ।
৪১।	ইট উৎপাদন, সংগ্রহ ও বহন বা পাথর সংগ্রহ ও বহনের কাজ।	(ক) অস্বাস্থ্যকর বা বিপজ্জনক পরিবেশে কাজ করা; (খ) অত্যধিক গরমে কাজ করা; (গ) ভারী বোঝা বহন করা; এবং (ঘ) অত্যধিক ইট বা পাথরের গুড়ার সংস্পর্শে কাজ করা।	(ক) দুর্ঘটনাজনিত আঘাত; (খ) জ্বর, সর্দি ও কাশি; (গ) হাতে, পায়ে ও কোমরে দীর্ঘস্থায়ী ব্যথা; (ঘ) ফুসফুসে প্রদাহ; এবং (ঙ) এলার্জিজনিত সমস্যা।
৪২।	অনানুষ্ঠানিক/ স্থানীয় দর্জি এবং পোশাক খাতের কাজ।	(ক) চোখের তীক্ষ্ণ ব্যবহার করিয়া কাজ করা; (খ) আবদ্ধ পরিবেশে ও স্বল্প আলো-বাতাসে দীর্ঘ সময় কাজ করা; (গ) নিরাপত্তা সরঞ্জাম ব্যতীত কাজ করা; এবং (ঘ) দিন বা রাতে দীর্ঘ সময় কাজ করা।	(ক) দৃষ্টিশক্তি লোপ; (খ) এ্যালার্জিজনিত সমস্যা; (গ) দুর্ঘটনাজনিত আঘাত; (ঘ) আঙ্গুলে দীর্ঘস্থায়ী ব্যথা; (ঙ) মাথা ব্যথা; (চ) মাথা ঘোরা; (ছ) বাত; এবং (জ) স্নায়বিক সমস্যা।
৪৩।	আবর্জনা এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কাজ।	(ক) অস্বাস্থ্যকর বা বিপজ্জনক পরিবেশে কাজ করা; এবং (খ) ক্ষতিকারক প্লাস্টিক, রাসায়নিক দ্রব্য, গুড়া বা ধুলার সংস্পর্শে কাজ করা।	(ক) দুর্ঘটনাজনিত আঘাত; (খ) ক্যান্সার; এবং (গ) বিভিন্ন রকমের চর্মরোগ।

২। ৫ মার্চ, ২০১৩ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে জারীকৃত প্রজ্ঞাপন এস, আর, ও, নং ৬৫-আইন/২০১৩ এতদ্বারা রহিত করা হইল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মাহবুবা বিলকিস
উপসচিব।

মাকসুদা বেগম সিদ্দীকা, উপপরিচালক (উপসচিব), (অতিরিক্ত দায়িত্ব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মাকসুদা বেগম সিদ্দীকা, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website : www.bgpress.gov.bd